সহজ যোগ -- আজকের মহাযোগ

সহজ যোগ পুরোপুরি নিঃশুল্ক

আরও তথ্য জানতে নীচের ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

জগপাল সিং, উত্তরাখণ্ড
6397904625

শ্রী চন্দ চৌধুরী, রাজস্থান
9829010470

ডাঃ . এস. বি. কুলকার্ণী, পুণে
9921173439

জি. ডি. পারিখ, রাজস্থান
9828451514

কৌশিক শুর , পশ্চিমবঙ্গ
7044186258

ডাঃ.বীরেন্দ্র. সিং, হিমাচল
09418045229

মাধব বেরা, পশ্চিমবঙ্গ
9474725206

অনুপ কুমার বিশ্বাস
পূর্ব - বর্ধমান,পশ্চিমবঙ্গ
8637054997

রাজেশ দাস
পশ্চিমবঙ্গ
9083812702

পার্থ দাস, অসম
81338 79289

তুলতুল, অসম
86380 71652

সহজ কৃষির উপকারিতা

- উন্নততর খাদ্যের উৎপাদন।
- ফসলের আরো ভালো বৃদ্ধি।
- প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা।
- গবাদি পশুর খাদ্যের গুণগত মানের উন্নতি ঘটানো।
- গবাদি পশুর সুস্বাস্থ্য, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি।

আসুন সমগ্র বিশ্বকে দেওয়া শ্রী মাতাজী-র এই উপহার সহজ কৃষি পদ্ধতিকে বাস্তবে রূপায়িত করি।
সহজ কৃষি জৈব পদ্ধতিতে চাষের নীতি গুলির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

সহজ গ্রামীণ মিশন

উদ্দেশ্য -- গ্রামীন ক্ষেত্রে সহজ যোগ এবং সহজ কৃষির প্রসার।

লক্ষ্য -- গ্রামীণ ক্ষেত্রে শান্তি স্থাপন ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা। সহজ যোগ ধ্যান পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্র এবং পশু খামারের উৎপাদন বৃদ্ধি।

কৃষি ক্ষেত্র, বাগান পরিচর্যা, কুটির শিল্প এবং পশুপালনে ঐশ্বরিক শক্তি থেকে উৎপন্ন চৈতন্য লহরীর প্রভাব সম্পর্কে জানুন।

প্রত্যেকে সহজ কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করুন এবং চৈতন্য লহরী দ্বারা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করুন।

সহজ যোগ ধ্যান পদ্ধতি এবং সহজ কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে জানুন

সহজ যোগ পুরোপুরি নি:শুল্ক
এই বিষয়ে আরও কিছু জানতে হলে নীচের দেওয়া website টিতে চোখ রাখুন।

www.sahajkrishi.org

সহজ যোগ কি ?

সহজ যোগ একপ্রকার ধ্যানের পদ্ধতি, যা শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবী ১৯৭০ সালে মানব জাতির কল্যাণের জন্য সূচনা করেছিলেন। সহজ যোগে কুণ্ডলিনী জাগরণের মাধ্যমে চিন্তাশূন্য স্থিতি লাভ হয়, এবং মানসিক শান্তির দ্বারা নিজেকে জানার ও আত্ম উপলব্ধি করার সুযোগ পায়।

শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী দ্বারা সৃষ্ট সহজ যোগ মানব জাতির শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উত্থানের ক্ষেত্রে লাভদায়ক । সহজ যোগ ধ্যান অভ্যাসের সময় কোন ব্যক্তি পরমাত্মার সর্বব্যাপী প্রেম শক্তিকে শীতল চৈতন্য লহরী রূপে মাথায় এবং হাতের তালুতে অনুভব করতে পারে। এটি একটি শান্তি এবং আনন্দ প্রদানকারী অবস্থা । বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানও এই বিষয়ে মান্যতা দিয়েছে যে সহজ যোগ ধ্যান মানসিক চাপ এবং দুশ্চিন্তা কমাতে সাহায্য করে। এই ধ্যান বহু জটিল রোগের চিকিৎসায় সহায়তা করে। এটি আমাদের সার্বিক উন্নতিতে সাহায্য করে।

সহজ যোগের অর্থ কি ? যদি আমরা বিস্তারিত ভাবে বলি, তাহলে বলতে হয় যে "সহ" অর্থাৎ সঙ্গে আর "জ" অর্থাৎ জাত। এককথায় সহজাত অর্থাৎ যা নিজের সাথেই আছে।
"যোগ" অর্থাৎ ঈশ্বরের সর্বব্যাপী প্রেমশক্তির সঙ্গে নিজের সংযুক্তিকরণ । সহজ যোগ ধ্যান প্রক্রিয়া নিত্য অভ্যাসের ফলে মানব জাতির জীবনে ঈশ্বরের করুণা বর্ষিত হয় । এছাড়াও মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রতিভা বিকশিত হয় জীবন হয়ে ওঠে আনন্দময়। প্রত্যেক মানুষের শরীরে জন্ম থেকেই এক সূক্ষ্ম তন্ত্র থাকে । সেই সূক্ষ্ম তন্ত্রে তিনটি নাড়ী ও সাতটি চক্র এবং পরমাত্মার শক্তি বিদ্যমান। পরমাত্মার এই শক্তি কুণ্ডলিনী শক্তি নামে পরিচিত। এই শক্তি আমাদের শরীরের শিরদাঁড়ার নীচে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে।
শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবীর শেখানো সহজ যোগের মাধ্যমে কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ সহজেই হয়ে যায় এবং মানুষের যোগ প্রাপ্তি হয়।

এই যোগ অর্থাৎ সহজ যোগ পরমাত্মার সর্বব্যাপী প্রেমশক্তির সঙ্গে যুক্ত হবার অত্যন্ত সরল পথ।

শ্রী গুরু নানক, সন্ত জ্ঞানেশ্বর প্রভৃতি মহান পণ্ডিতদের বাণী গুলিতে সহজ যোগের উল্লেখ রয়েছে। সহজ যোগের সাহায্যে অনেক দুরারোগ্য রোগের থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এই কারণে দেহ সমস্ত ধরণের মানসিক, শারীরিক এবং আবেগ সংক্রান্ত অসুবিধা থেকে মুক্তি পায়। এটি আধ্যাত্মিক উত্থানের জন্য অত্যন্ত সহজ এক ধ্যান পদ্ধতি।

এই পদ্ধতিটি শিখলে প্রতিটি মানুষ তার প্রতিটি কাজ এবং জীবনকে সফল করে তুলতে পারে। এটি অহেতুক উত্তেজনার থেকে মুক্তি দেয় । এর অনুশীলনকারী ব্যক্তি সারা দিন ধরে শক্তিতে ভরপুর থাকে।

সূক্ষ্ম মানব শরীর

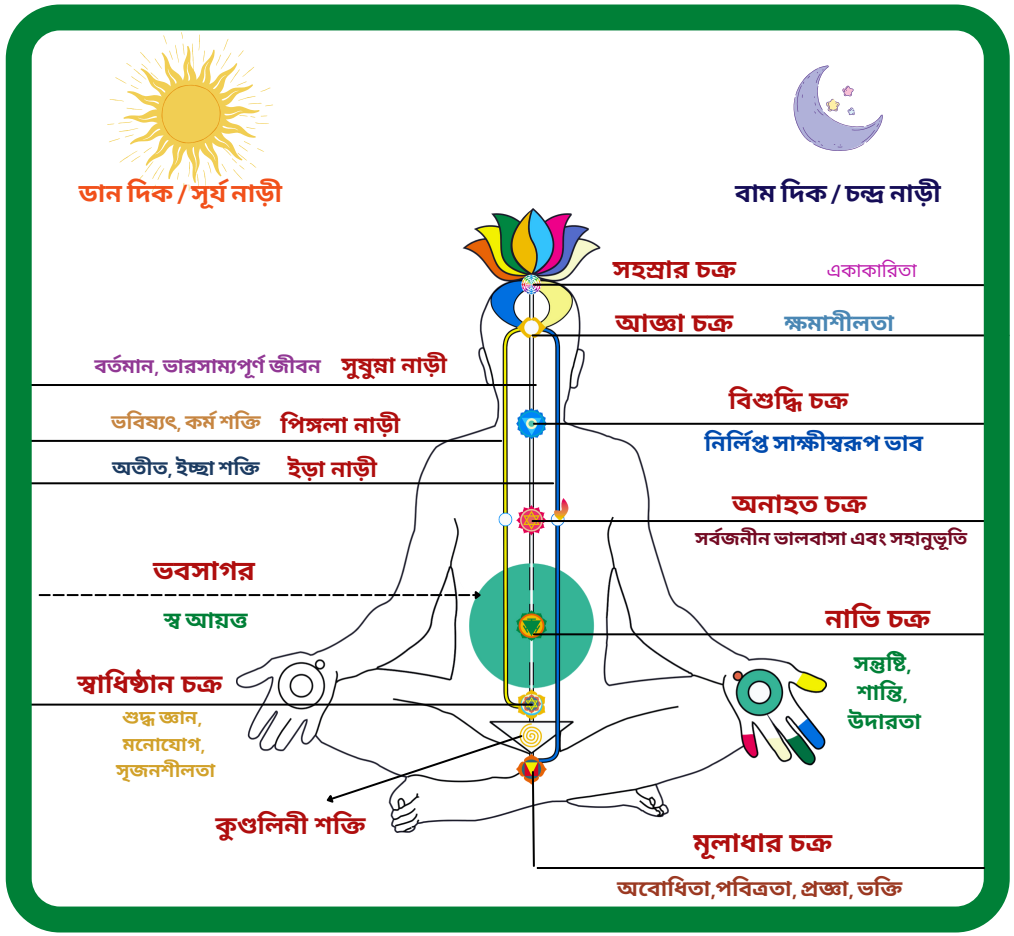

বীজের অঙ্কুরোদগম যেমন এক জীবন্ত প্রক্রিয়া, ঠিক সেই রকমই কুণ্ডলিনীর জাগরণও এক জীবন্ত প্রক্রিয়া। আসুন, আমরা সহজ যোগের মাধ্যমে নিজের নিজের কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করি।

আত্মসাক্ষাৎকার লাভের পর কৃষি ক্ষেত্রে সহজ কৃষি পদ্ধতির প্রয়োগ -

১. **প্রথমে আত্মসাক্ষাৎকার** - কৃষক বা ইচ্ছুক ব্যক্তি যাদের সহজ কৃষি করার ইচ্ছা আছে তাদেরকে প্রথমে আত্মসাক্ষাৎকার নিতে হবে। এটাই সহজ যোগ ধ্যান পদ্ধতির প্রথম ধাপ। আত্মসাক্ষাৎকার অনুভব করতে চাইলে তাদেরকে নিকটস্থ কোন ধ্যান কেন্দ্রে যেতে হবে অথবা কোন ব্যক্তি যে সহজ যোগ ধ্যানের সাথে জড়িত তার কাছে যেতে হবে।

২. **সহজ যোগ ধ্যান পদ্ধতি** ভালো ভাবে শিখতে হলে ধ্যান করা খুবই দরকার, কারণ আত্মসাক্ষাৎকার গ্রহণ করার পরে আমাদের শরীরের সূক্ষ্ম তন্ত্র কে মজবুত করা দরকার। সহজ যোগে আত্মসাক্ষাৎকারের পর ধ্যানের স্থিতি তৈরী হয় তখন যোগী নিজের মাথার তালু ভাগে এবং হাতের তালুতে চৈতন্যলহরী অর্থাৎ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা অনুভব করে, এটি এমন এক অবস্থা যাতে দীর্ঘক্ষণ থেকে যেতে ইচ্ছা করে ।

এই শক্তি অর্থাৎ ঈশ্বরের থেকে প্রাপ্ত ঠাণ্ডা অনুভূতি সহজ কৃষকেরা নিজেদের কৃষি কার্যে লাগাতে পারে। সহজ কৃষকগণ ও ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ যে মাধ্যম দ্বারা সহজ যোগ গ্রহণ করেছেন ; সেখান থেকে সহজ যোগ ধ্যানের পদ্ধতি ও সহজ কৃষির কিছু পদ্ধতি সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হবে।

কুণ্ডলিনী উত্তোলন

কুণ্ডলিনীর উত্তোলন পদ্ধতি আমাদের কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করতে এবং চিত্তকে স্থির রাখতে সাহায্য করে । এই ক্রিয়া আমাদের ধ্যান করার আগে ও পরে করলে ভালো হয়।

১. আমাদের বাম হাতটি কে, দেহের সামনের দিকে রাখবো।
২. এবারে বাম হাতটিকে ধীরে ধীরে উঠিয়ে মাথার তালু ভাগ পর্যন্ত নিয়ে যাব। বাম হাত টি যখন উপরের দিকে উঠবে, তখন ডানহাতটি ঘড়ির কাঁটার দিকে বামহাতের চারপাশে ঘুরবে।

৩. ডান হাত ভেতর থেকে বাইরে ততক্ষণ ঘোরাব যতক্ষন না দুটো হাত মাথার তালুভাগ পর্যন্ত যাচ্ছে।
এই ক্রিয়া করার সময় নিজের চিত্ত বাঁ হাতের উপরে থাকবে।

৪.এই ভাবে দুটো হাত মাথার উপরে ঘুরিয়ে একটি গিঁট বাঁধব।

৫.এই ক্রিয়া তিনটি নাড়ীর জন্য তিন বার করতে হবে। এই ভাবে আমরা মাথার তালুভাগে একটি গিঁট, দুটি গিঁট ও তিনটি গিঁট বাঁধব ।

কীভাবে বন্ধন নিতে হয়

বন্ধন শুধু আমাদেরকে রক্ষাই করে না, বাঁদিকের এবং ডান দিকের নাড়ীর সন্তুলন অর্থাৎ সমতা প্রদানও করে। ধ্যান শুরু করার আগে এবং পরে বন্ধন নেওয়া আমাদের প্রয়োজন ।

১. বাম হাতটিকে নিজের কোলের উপর রাখতে হবে আর ডান হাতটিকে বাম দিকে শরীরের একদম নিচের দিক থেকে ধীরে ধীরে উঠিয়ে মাথার তালুর উপর দিয়ে এনে শরীরের ডান দিকের নীচের দিকে নিয়ে আসতে হবে ।
২. আবার ডান হাতকে ডান দিক থেকে তুলে মাথার তালুভাগের উপর দিয়ে শরীরের বাঁদিকে নিয়ে আসতে হবে।
৩.এই প্রক্রিয়া করে একবার বন্ধন দেওয়া হয়।
প্রত্যেক চক্রের সুরক্ষার জন্য এই প্রক্রিয়া সাত বার করতে হবে।

সন্তুলন এবং ধ্যান

ধ্যানের স্থিতিতে যাওয়ার জন্য আমাদের নিজেকে আগে সন্তুলন করা দরকার। (সন্তুলন অর্থাৎ অতীত কাল ও ভবিষ্যত কালের চিন্তা সরিয়ে নিজেকে বর্তমান কালে রাখতে হবে।) আমাদের শরীরকে শুদ্ধ করার জন্য সহজ যোগ ধ্যান পদ্ধতিতে কিছু নিয়ম উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথমে আমরা শ্রী মাতাজীর ছবির দিকে তাকিয়ে থাকব । তারপর নিজের বাঁ হাত শ্রী মাতাজীর দিকে আর ডান হাত মাটির উপরে অর্থাৎ পৃথিবী তত্ত্বের উপরে রাখব আর শ্রী মাতাজীকে প্রার্থনা করে বলব, **শ্রী মাতাজী, কৃপা করে আমার বাঁ দিকের যত বিচার, যত অশুদ্ধ ইচ্ছা, অশুদ্ধ জ্ঞান ডান হাতের মাধ্যমে পৃথিবী তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিন**। আমার বাঁ দিক শুদ্ধ করে দিন এবং সন্তুলনে এনে দিন। এই ভাবে কিছুক্ষণ বাম নাড়ীতে চিত্ত রেখে বসে থাকব।

এই ভাবে আমরা আমাদের ডান নাড়ীকেও শুদ্ধ করব। নিজের ডান হাত শ্রী মাতাজীর ছবির দিকে আর বাম হাত আকাশের দিকে (হাতের তালু পিছনে করা থাকবে) রেখে শ্রী মাতাজীকে প্রার্থনা করে বলব **শ্রী মাতাজী, কৃপা করে আমার ডান দিকের যত বিচার, অহংকার, কর্তা ভাব, অতিরিক্ত উষ্ণতা, টেনশন আমার বাম হাতের মাধ্যমে আকাশ তত্বে বিলীন করে দিন**। আমার ডান নাড়ীকে শুদ্ধ এবং সন্তুলিত করে দিন। এই ভাবে কিছুক্ষণ ডান নাড়ীতে চিত্ত রেখে বসে থাকব।

তারপরে আমরা দুটো হাত কোলের উপর নিয়ে আসব আর শ্রী মাতাজীকে প্রার্থনা করে বলব **শ্রী মাতাজী কৃপা করে আমাকে বর্তমান অবস্থায় এনে দিন , আমাকে নির্বিচারিতা প্রদান করুন। শ্রী মাতাজী কৃপা করে আমাকে ধ্যানের স্থিতিতে নিয়ে চলুন।** এই ভাবে বসে ধ্যান করতে হবে।

নিয়মিতভাবে ধ্যান করতে হবে

সহজ যোগে আত্মসাক্ষাৎকার পাওয়ার পরে সকাল ও সন্ধ্যায় নিয়মিত ধ্যানে বসতে হবে যা একজন যোগীকে তার জীবনে আধ্যাত্মিক উত্থানের পথে প্রগতিশীল হওয়ার জন্য তৈরী করে।

সহজ যোগে সামূহিক ধ্যানে বসতে হবে

যদিও দিনে দু'বার ধ্যান করা বাড়িতে আবশ্যক, তবে সপ্তাহে একবার সামুহিক ধ্যানে অংশ নেওয়া আমাদের আধ্যাত্মিক অগ্রগতি নিশ্চিত করে যা অত্যন্ত উপকারী

প্রতিদিন চৈতন্যলহরী অনুভব করা

নিয়মিত ধ্যান করলে চৈতন্যলহরী অর্থাৎ ঠাণ্ডা অনুভূতি বাড়তে থাকে। এই দিব্য শক্তি আমাদের শরীরে অনুভূত হলে আমরা তার সাহায্যে অনেক ভালো কাজ করতে পারি। একজন সহজ যোগী কৃষক এই শক্তিকে তার ক্ষেতে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে লাগাতে পারে। চৈতন্যলহরীর অনুভূতি অর্থাৎ এই দিব্যশক্তি আমাদের প্রতিদিন অনুভব করতে হবে, তবেই আমরা তা ভালো কাজে লাগাতে পারব। আমরা সহজ যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তবেই আমাদের শরীরে চৈতন্যের শক্তি প্রবাহিত হয়।

কৃষি কাজে সহজ যোগের ব্যবহার

আমরা যখন সহজ যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাই, তখন আমাদের শরীরে চৈতন্য লহরী প্রবাহিত হয় । এই চৈতন্য লহরীর সাহায্যে আমরা কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারি। এছাড়াও সহজ কৃষি কীভাবে করা হবে, সে বিষয়ে কৃষি কাজে অভিজ্ঞ সহজ যোগীর থেকে সাহায্য নেওয়া ভাল। তাছাড়া নিকটতম সহজ যোগ ধ্যান কেন্দ্র থেকে সহজ কৃষি সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে হবে।

সহজ যোগ কৃষি ক্ষেত্রেও আর্শীবাদ স্বরূপ

"..... কৃষি ক্ষেত্রে আমরা প্রচুর গবেষণা করেছি । একজন কৃষি বিশেষজ্ঞ আত্ম সাক্ষাৎকার পাবার পর চৈতন্য লহরীর উপর অনেক গবেষণা করেছেন। তিনি এটা দেখেছেন যে যদি তোমরা জলকে চৈতন্বিত কর এবং সেই জল গাছে দাও, তবে তোমরা দশ গুণ পর্যন্তও বেশি ফলন পেতে পারো। এই গবেষণাটি রাহুরি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (মহারাষ্ট্র) -এ করা হয়েছিল। তাঁহারা দেখেছেন যে সাধারণ ভাবে বেড়ে ওঠা একটি গাছ এবং চৈতন্বিত জলের সাহায্যে বেড়ে ওঠা একটি গাছের মধ্যে আশ্চর্যজনক পার্থক্য রয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে আর একটি বিষয় আমি লক্ষ্য করেছি যে, যদি তোমরা চৈতন্য দাও ; তবে একটা সাধারণ গরুও অনেক বেশি দুধ দিতে পারে।

সুতরাং, এটা ভারতবর্ষের কৃষিক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। সরকার আমাদের ইজারা হিসাবে অনেকখানি জমি বরাদ্দ করেছে ; যেখানে আমরা পরীক্ষা করে দেখাতে চলেছি কীভাবে আমরা পরম চৈতন্যকে ব্যবহার করতে পারি। কিছু সহজ যোগী কৃষক একটা ভালো কাজ করেছেন। তাঁহারা পশু এবং খামার উৎপাদনে পরম চৈতন্যের সুফল দেখিয়েছেন। "

পরম পূজ্যা শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবী
(তথ্য সূত্র: নির্মল সুরভী পৃ. ন. ২৩৬)

সহজ যোগের সারমর্ম

শ্রী মাতাজী বলেছেন ঐশ্বরিক স্পন্দন (যাকে চৈতন্য লহরী বলা হয়) জীবন্ত ; যা চিন্তা করে এবং ক্রিয়া করে । চুম্বক যেভাবে লোহাকে আকর্ষণ করে, এটি তেমনই এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ।
এই ঐশ্বরিক চৈতন্য সকল সংবেদনশীল বস্তু ; এমনকি মানুষের বিবর্তনকেও প্রভাবিত করে । সহজ কৃষির মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে (উদ্যানপালন, পশুপালন, মৎস্য চাষ ইত্যাদি) অধিক ফলনের মাধ্যমে আমরা সমৃদ্ধি লাভ করতে পারি।

আমাদের শরীরে সূক্ষ্ম শক্তি কেন্দ্র রয়েছে ; সেগুলিকে "চক্র" বলে । ধ্যানের দ্বারা সেগুলি পবিত্র, পরিশুদ্ধ এবং ভারসাম্যপূর্ণ হয়ে ওঠে । এই ধ্যান শারীরিক মানসিক এবং আবেগজনিত সমস্যার সমাধান করে । এই প্রকৃত এবং প্রমাণযোগ্য ধ্যান পদ্ধতির মাধ্যমে আমাদের জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়।

সহজ কৃষি ভারত সরকার দ্বারা স্বীকৃত

পরম পূজ্যা শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবী

সহজ কৃষি পদ্ধতি:-

ঐশ্বরিক স্পন্দন, যাকে চৈতন্য লহরী বলা হয় ; এটি শুধু মানব জীবনকেই উন্নত করে না ; পৃথিবী, জল, গাছপালা এবং প্রকৃতির মতো সংবেদনশীল তত্ত্বের উপরেও ক্রিয়া করে । সহজ কৃষি পদ্ধতি কৃষিকাজ এবং প্রাণী প্রতিপালনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুণগত মান এবং পরিমাণ গত বৃদ্ধি ঘটায়, যা কৃষকের জীবনে সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। যেমন - বাগান পরিচর্যা, পশুপালন, মৌমাছি প্রতিপালন, পোল্ট্রি চাষ, মাশরুম চাষ, মৎস্য চাষ, ফুল চাষ প্রভৃতি ।

সহজ কৃষি পদ্ধতি অত্যন্ত সরল যা নিচে ব্যাখ্যা করা হল ------

১) কৃষককে প্রতিদিন বাড়িতে নিয়মিত ধ্যান করতে হবে এবং সপ্তাহে একদিন সামূহিক ধ্যানে অংশ গ্রহণ করতে হবে।
২) প্রাথমিক ভাবে একজন কৃষকের উচিত সহজ কৃষি সম্পর্কে আস্থা অর্জন করা। তার জন্য তিনি তাঁর ক্ষেতের একটি অংশে চৈতন্বিত বীজ এবং জল দ্বারা চাষ করবেন এবং অন্য অংশে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ব্যবহার করে প্রথাগত পদ্ধতিতে চাষ করবেন।
৩) এই পদ্ধতিতে বপনের জন্য সমস্ত বীজকে ভোরের ধ্যানের পূর্বে শ্রী মাতাজী - র ফটোর সামনে রাখতে হবে । একটি অব্যবহৃত জলভর্তি মাটির পাত্র শ্রী মাতাজী - র ফটোর সামনে চৈতন্বিত করার জন্য রাখতে হবে।

পরদিন সকালে ঐ জলকে সমস্ত জমিতে হাতে করে বা স্প্রে মেশিন দ্বারা ছড়িয়ে দিতে হবে। তারপর সেখানে বীজ বপন করে দিতে হবে । মাটির পাত্রের তলায় ফুটো করে তাতে চৈতন্যময় জল রেখে প্রধান সেচের নালী দিয়ে সারা ক্ষেত বরাবর ফোঁটা ফোঁটা করে সেই জল ছড়িয়ে দিতে হবে। সব সময় মাটির পাত্র চৈতন্যময় জলে ভরে রাখতে হবে । মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেক বার সেচের সময় শ্রী মাতাজী- র চৈতন্যময় জলের প্রয়োগই যেন করা হয়।
৪) ক্ষেতে সমস্ত প্রতিকূলতা দূর করার জন্য চারটি জলভর্তি নারকেল কে চৈতন্বিত করে জমির 4 কোনায় পুঁতে দিতে হবে । এই সময় শ্রী গণেশ অথর্বশীর্ষ পাঠ করতে হবে। সহজ যোগীরা সামূহিক ধ্যানের পর একসঙ্গে প্রার্থনাও করতে পারে।
৫) সহজ যোগী কৃষকদের নিজেদের হাতের মাধ্যমে নিয়মিত ফসল, জল এবং সংবেদনশীল জিনিসকে চৈতন্য দিতে হবে । এই প্রক্রিয়া চলাকালীন " শ্রী শাকম্ভরী " দেবীর মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে।
৬. শ্রী মাতাজীর কাছে প্রার্থনা করে বলতে হবে, শ্রী মাতাজী, এই ক্ষেত আপনার, আপনিই কর্তা, আপনিই ভোক্তা । কৃপা করে এই ক্ষেতকে আপনি ভালো ফসল উৎপন্ন করার যোগ্য করে দিন।

কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, আহমেদনগর, মহারাষ্ট্র,
ক্লস্টার বিন পরীক্ষার রিপোর্ট - 2021
ফলন - কুইন্টাল ,প্রতি হেক্টর
চৈতন্বিত - 9.40
অচৈতন্বিত- 8.60

ফুল কপি - ওজন ৫ কেজি
পালামপুর, গুজরাট

চিনাবাদামের ফলন বেড়েছে -73%
মহারাণা প্রতাপ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
উদয়পুর, রাজস্থান।

পশুর শরীরের ওজন - 15% বৃদ্ধি পেয়েছে
বিজ্ঞানী ড. হামিদ মাইলিনি
ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া

গবেষণা কাজ রাহুরি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে - 14.3 - 50%

সূর্যমুখী এবং কর্ন
উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে - 20-25%
বিজ্ঞানী ড. হামিদ মাইলিনি, ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া

সহজ কৃষির কিছু ফলাফল

পাঞ্জাবরাও বেহাদে , মহারাষ্ট্র
9552273001

তরুন চৌধুরী, দাদার
80100 06868

নরেশ কুমার সাহূ , রাজস্থান
90792 38021

ক্যাপ্টেন রাজেশ কুমার সাহূ ,
বাদায়ূ , উত্তরপ্রদেশ

সন্দীপ দেশমূখ,মহারাষ্ট্র
বেদানা

পুরখা রাম কপ্তান , রাজস্থান
9414560444

খাদ্য সামগ্রীর উপর চৈতন্বিত জলের প্রভাব

সহজ কৃষি পদ্ধতি শিক্ষার কর্মশালা

সহজ কৃষি বিষয়ে গবেষণা

সহজ কৃষি বিষয়ে গবেষণা
গোবিন্দ বল্লভ কৃষি এবং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
পান্তনগর, উত্তরাখণ্ড

- লাউ 2.5 থেকে 3 ফুট লম্বা সহজ কৃষি দ্বারা 1.5 ফুট বেশি দীর্ঘ
- টমেটো উচ্চ ফলন যুক্ত
- আকর্ষণীয়, মনোমুগ্ধকর, বৃহৎ আকার ফুল উৎপাদন

সহজ কৃষি বিষয়ে গবেষণা
মহাত্মা ফুলে কৃষি বিদ্যাপীঠ, পুনে

- গাছের গড় বৃদ্ধির পরিমাণ 0 - 42.9 শতাংশ বৃদ্ধি পায়
- অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা 0 - 20 শতাংশ বৃদ্ধি পায়
- বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদনের মান 4-80 শতাংশ উন্নত হয়
- ফসলের ফলন বৃদ্ধি 14.7 - 50 শতাংশ
- পোল্ট্রির ওজন ও ডিম পাড়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়

সহজ কৃষি বিষয়ে গবেষণা
শস্য গবেষণা কেন্দ্র, ঘাঘড়া ঘাট, জেলা বাহরাইচ,
নরেন্দ্র দেব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ফৈজাবাদ, ইউ. পি.

- ধানের ফলন বেড়েছে ২৯ শতাংশ
- গমের ফলন ২৮ শতাংশ বেড়েছে
- পেঁপে আকারে ১.৫ গুন বড়, সুপুষ্ট এবং রোগমুক্ত

সহজ কৃষি বিষয়ে গবেষণা
সেন্ট্রাল আরিড জোন ইনস্টিটিউট, যোধপুর (রাজস্থান)

কলাই ও মুগের ফলন ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে

সহজ কৃষি বিষয়ে গবেষণা
সরিষা গবেষণা কেন্দ্র, ভরতপুর (রাজস্থান)

সরিষার উৎপাদন বেড়েছে 12 শতাংশ

সহজ কৃষি বিষয়ে গবেষণা
সেন্ট্রাল আরিড হর্টিকালচার ইনস্টিটিউট, বিকানের (রাজস্থান)

ওট পশু খাদ্যের উৎপাদন 20.61 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে

সহজ কৃষি বিষয়ে গবেষণা
কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, দহিগাও, আহমেদনগর , মহারাষ্ট্র

ক্লস্টার বিনের ফলন 9.3 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে

সহজ কৃষি বিষয়ে গবেষণা
সহজ যোগ কেন্দ্র, জয়পুর
(জি.ডি. পারেক, যৌথ কৃষি পরিচালক, রাজস্থান সরকার

গমের ফলন ২০-২৫ শতাংশ বেড়েছে (২ বছর পরীক্ষার ভিত্তিতে)

সহজ কৃষি বিষয়ে গবেষণা
মহারাণা প্রতাপ কৃষি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, উদয়পুর

চিনাবাদাম উৎপাদন 73 শতাংশ বেড়েছে

সহজ কৃষি বিষয়ে গবেষণা
ডঃ হামিদ মাইলিনি ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া, ইউরোপ

পশুর ওজন 15 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে

সহজ কৃষি বিষয়ে গবেষণা
ডঃ হামিদ মাইলিনি ভিয়েনা ,অস্ট্রিয়া, ইউরোপ

সূর্যমুখীর অঙ্কুরোদগম হার ৭৫ - ৮০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৯৫ - ১০০ শতাংশ হয়েছে । এতে সূর্যমুখীর ফলন ২০- ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে।

সহজ কৃষি বিষয়ে গবেষণা
ডঃ হামিদ মাইলিনি ভিয়েনা ,অস্ট্রিয়া, ইউরোপ

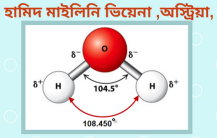

জলের আণবিক গঠনের পরিবর্তন :-
১০৪.৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০৮.৪৫ হয়েছে।

সহজ কৃষির সাফল্য

সহজ কৃষির সাফল্য
শ্রী শ্যামলভাই প্যাটেল
পালানপুর,গুজরাট
মো .9429088269

ফলাফল
শাকসব্জী (আলু, কুমড়ো, শশা) এর অধিক উৎপাদন, 5 কেজি ফুলকপি

সহজ কৃষির সাফল্য
শ্রী রাজেশ মালি
উজ্জয়েন মধ্য প্রদেশ
মো.9981508848

ফলাফল
গোলাপ আকর্ষণীয়, গন্ধযুক্ত বড় আকারের, আরও উৎপাদন বৃদ্ধি

সহজ কৃষির সাফল্য
শ্রী প্রিয়রঞ্জন পলমু
ডাল্টনগঞ্জ, ঝাড়খণ্ড

ফলাফল
সহজ পদ্ধতিতে পোল্ট্রি, ধান, পেঁপে চাষ করে উপকার পেয়েছেন

সহজ কৃষির সাফল্য
শ্রী সন্দীপ দেশমুখ
সাঙ্গলি, মহারাষ্ট্র কৃষিভূষণ পুরস্কার 2018 দ্বারা সম্মানিত
মো: 9665946189

ফলাফল –
সহজ কৃষি পদ্ধতিতে ডালিমের ওজন দ্বিগুণ হয়েছে
একটি ডালিমের ওজন 800 গ্রাম থেকে
1 কেজি হয়েছে

সহজ কৃষির সাফল্য
শ্রী ভরত কুমার প্যাটেল
পালানপুর, গুজরাত

ফলাফল
তরমুজের ফলন বৃদ্ধি

সহজ কৃষির সাফল্য
শ্রী টঙ্কা গৌতম
চিতওয়ান, নেপাল

ফলাফল
সম্পূর্ন রোগ মুক্ত পেঁপের উৎপাদন

সহজ কৃষির সাফল্য
শ্রী নরেশ সাহু ছাওদা
জেলা বারান, রাজস্থান
মো. 9079238021

ফলাফল

বাঁধাকপি এবং রসুন উৎপাদন বৃদ্ধি

সহজ কৃষির সাফল্য
আজমের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, আইসিএআর নয়াদিল্লি, কৃষিজ উপজ মান্ডি উজ্জয়েন, শেটকরি মেলা আহমেদনগর, উড়িষ্যা এবং মহারাষ্ট্র সরকার কর্তৃক সহজ কৃষিকে শ্রেষ্ঠত্ব পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।